শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

SALBARI NO.- II GRAM PANCHAYAT

BLOCK - DHUPGURI

P.O. NATHUAHAT :: DIST- JALPAIGURI

Memo. No. 417/Sal-II/18-19 *Date* 16/08/18

অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া এর সাথে আমাদের শালবাড়ী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা তৈরী হয়েছে। "আমরা সুরক্ষিত, সুস্থ, ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধি" প্রকল্প এই যৌথ কাজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ৩০-৩৫টি পরিবার চিহ্নিত হয়েছেন, প্রতি সংসদ থেকে প্রকল্প আগ্রহী মহিলাদের সিদ্ধান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত এবং সংগঠিত। পরবর্তী পর্যায়ে সামগ্রিক বিষয়গুলির আলোচনা ও এস, এম, ডি, প্রদর্শনের সাহায্যে প্রতিটি দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে ও ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা এবং পরবর্তী ক্ষমতা, দক্ষতা, [illegible] দল গুলি তৈরী হয়। সাথে এই দল গুলো অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধিদের সাথে প্রতিটি দুর্যোগ ও জীবন জীবিকা - মানবৃদ্ধি সম্পর্কিত - সংসদীয় বিভিন্ন দল গুলির দফায় দফায় আলোচনা এবং শালবাড়ী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল এর যৌথ দলগুলোর প্রতিবেদন থেকে এই দলগুলোর আগ্রহ তৈরী হয়। অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি সমূহ উপস্থিতিতে বিগত 19/07/17 তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক প্রতিনিধি সমূহ উপস্থিতিতে দলগুলোর সমস্যা, ও প্রস্তাব এবং সমাধান সম্বন্ধে ও উপপ্রধান প্রধান যৌথ কার্যের জন্য সহ, দল গুলোর আবেদন উল্লেখ করি সমস্যার জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত আলোচনা ও বিশদভাবে গ্রহণ করা হয়। শুরু থেকেই সামগ্রিক নির্বাচিত পরিকল্পনা প্রতিস্থাপন, বর্তমানে 385 টি সদস্যা পরিবার এই দলের [illegible] যুক্ত। প্রতিটি পরিবার যথাযথ সরকারি প্রকল্প, সরকারি বিভিন্ন বিভাগ উল্লেখ্য - বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, ইন্দিরা আবাস (তৈরী) এবং বন্যার, বীজ সংরক্ষণ, পশুর পালন, সবজি চাষ, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস, এবং সাথী সহ ৪৮টি পরিবার প্রকৃত পশুপালনের উপকরণ, এন.আর.এল.এম, [illegible] গ্রহণ করে থাকেন। [illegible] সুরক্ষিত - দল সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করে হয়েছে। [illegible] সহযোগিতা করছে, [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিবার - হাত - দলের, [illegible] উপকৃত - হচ্ছে। পরবর্তী [illegible] [illegible] - দলগুলি [illegible] [illegible] - সমস্ত বিভাগ, [illegible] আমরা [illegible] কামনা করছি।

16/08/18
Aiub Hossain
Secretary
Salbari-II G.P.

16/08/18
[illegible] Salbari-II G.P.

OFFICE OF THE PROGRAMME OFFICER
MAHATAMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT.
&
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI : JALPAIGURI

Ph No. 03563-250107 Fax No. 03563-250024 E-mail : nregadhupguri@gmail.com

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কলমে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

গরীবদের জন্য আন্তরিক ভাবে কিছু করার চেষ্টা করা এবং যথাযথ সহায়তা পেয়ে কাজটি যদি সফল হয় এবং জীবন-জীবিকার দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়, তাহলে তা রুপায়নকারী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কর্তৃপক্ষের যেমন ভালো লাগে, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বিডিও ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদেরও তেমন ভালো লাগে। ২০১৬ সালে বিডিও হিসাবে ধুপগুড়ি ব্লকে যোগদান করার পর কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীদের থেকে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর কর্মীবৃন্দ বিশেষকরে শ্রী সুকুমার গাইন মহাশয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, মাগুরমারী ১ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৭০টি সংসদে এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে যৌথভাবে চিহ্নিত প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারের জন্য কি কি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে অবহিত করতেন।

প্রথম দিকে তেমন ভাবে গুরুত্ব না দিলেও যখন জানতে পারলাম, এমজিএনআরইজিএস-এর সহায়তা ছাড়াই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষ ও ইহার সৎ ব্যবহার হচ্ছে তখন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে যৌথ কাজের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হই। এছাড়া গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পারকুমলাই (দেবচাঁদপাড়া)' গ্রামকে সরকারীভাবে 'আদর্শ গ্রাম' হিসাবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করা হয়। সেখানে অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শেখানোর দায়িত্ব পেয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস -এর কর্মীবৃন্দ দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করে এবং কাজগুলি এলাকায় প্রশংসিত হয়। আমার মনে হয়, পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে মূল স্রোতের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা লাগাতার চেষ্টা চলে। নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচোসার, ফলবাগান ইত্যাদি কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কলমে সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মান সহায়ক ও সচিবদের নিয়ে ব্লক স্তরে দু-দুবার কর্মশালার আয়োজন করি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কাজগুলি বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কাজগুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধুপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করার বিষয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মকর্তাদের সাথে আমার একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সেটি হলে আশাকরি ভালো হবে।

যতটুকু জেনেছি, প্রত্যেক সংসদ এলাকায় একজন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা, শিক্ষানবিশ হিসাবে মনোনীত হন। তারা মাসে ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রশিক্ষণ নেন এবং যা শেখেন তা প্রথমে নিজের বাড়ীতে করেন এবং চিহ্নিত ৩০-৩৫টি পরিবারকে হাতে কলমে শেখাতে ও করাতে চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি কাজে অভিজ্ঞ একজনকে যৌথ কাজের প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত করেন যিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষানবিশ ও পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন ও যৌথ কাজের দেখভাল করেন। সংসদ স্তরে মহিলা শিক্ষানবিশরাই এই কাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বা কারিগর বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রামোন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় পথ প্রদর্শক হতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এই যৌথ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Programme Officer, MGNREGA
&
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DHUPGURI,JALPAIGURI

Dhupguri Panchayat Samiti

P.O. DHUPGURI,DIST.JALPAIGURI,PIN-735210

Smt. Dipika Oraon
Sabhapati
Dhupguri Panchayat Samiti
Contract No. 96096-56330 (M)
03563-250071 (O)

শ্রীমতি দীপিকা ওরাঁও
সভাপতি
ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি
যোগাযোগ- নং- ৯৬০৯৬-৫৬৩৩০ (মো)
০৩৫৬৩-২৫০০৭১ (অফিস)

Memo No.....

Ref. No.....

Date.....

Date. 20-06-18

সভাপতির দৃষ্টি ও উপলব্ধিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ

অপুষ্টিতে ভোগা চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে তাদের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের এই কাজটি প্রথমে আমার নিজস্ব, শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়। ২০১৩ সালে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা সত্বেও শালবাড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ উদ্যোগের যে কাজগুলি যখন গ্রহণ করতেন আমাকে জানাতেন। দু –একটি কাজ আমি নিজে সরেজমিনে দেখেছি এবং গরীবদের জন্য কাজগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। ২০১৬–র প্রথম দিকে যৌথ উদ্যোগের কাজের ছাপানো রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দেখলাম, গরীবদের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত রাস্তার ধার, খালপাড়, পতিত ও মরশুমী পতিত জমি চিহ্নিত করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে চারা তৈরী, ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালনের জন্য সহায়তা, পুষ্টিকর পশুখাদ্য অ্যাজোলা চাষ, এমজিএনআরইজিএস- এর অধীনে কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়ীতে চারা তৈরী করে রাস্তার ধারে রোপণ করে তাদেরকেই বৃক্ষপাট্টা প্রদান ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কয়েকটি কাজ ঠিকমতো না দাঁড়ালেও বেশির ভাগ কাজ যেমন- পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায় ডাল চাষ, অ্যাজোলা ও কেচোঁসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, কলম কাটিং, পশু-পাখি পালনের সহায়তা ইত্যাদি কাজগুলি ভালোই হয়েছে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে।

এরপর আমার সঙ্গে ও তৎকালীন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রী শুভঙ্কর রায়ের সাথে আলোচনা ও সম্মতিতে ধাপে ধাপে ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, বারঘড়িয়া ও বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান এলাকার ৩টি সংসদে কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীবৃন্দ যৌথ কাজের বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন এবং অগ্রগতি জানাতেন। যতটা জেনেছি, গরীবদের জন্য গৃহীত কাজগুলি ভালোই এগোচ্ছে।আমি মনেকরি, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে যেমন ভাবে কাজগুলি হচ্ছে তেমনি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও কাজগুলি করার প্রয়োজন রয়েছে। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও এই কাজ শুরু করার বিষয়ে আমার ও বর্তমান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে একাধিকবার অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের আলোচনা হয়েছে। গরীবদের জন্য যৌথ উদ্যোগের এই কাজ ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখি।

অপুষ্টিতে ভোগা গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি সহ দারিদ্র দূরীকরণ ও সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

20-06-18

Sabhapati
DHUPGURI PANCHAYAT SAMITI

MITALI ROY
Member
West Bengal Legislative Assembly

15 (S.C) Dhupguri
Near Station More
P.O.+P.S. : Dhupguri
Dist. : Jalpaiguri
Pin : 735210
M. : 9732111139
8972055253
e-mail : mitaliroydhup@gmail.com

Date. 13-09-2018

বিধায়কের দৃষ্টিতে যৌথ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীব মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ হচ্ছে এবং এই কাজে পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' নামক উন্নয়ন মূলক একটি পেশাদারী সংস্থা ইহা প্রথম আমি ধুপগুড়ি বিডিও-র কাছ থেকে জানতে পারি। পরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার কাজগুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তাদের পাবলিকেশনের কয়েকটি বইও পড়েছি। তাদের থেকে জেনেছি শালবাড়ী ১ নং, শালবাড়ী ২ নং, মাগুরমারী ১ নং, ঝাড়আলতাগ্রাম ২ নং ও বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদ এলাকায় এবং বানারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান-এর আদিবাসী অধ্যুষিত ৩টি সংসদ এলাকায় মোট প্রায় ৩০০০ গরীব পরিবারকে নিয়ে এই কাজ চলছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'সমঝোতা পত্র'-এর ভিত্তিতে সংসদ পিছু সবথেকে গরীব ৩০-৩৫টি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের জন্য এই যৌথ কাজ হচ্ছে পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে।

পঞ্চায়েতগুলির লিখিত রিপোর্ট পড়ে এবং তাদের থেকে খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, কাজগুলি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত জায়গায়, পতিত ও মরশুমি পতিত জমিতে ডাল চাষের প্রসার, নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি, গরীব পরিবারগুলিতে ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, পশু-পাখিদের পুষ্টিকর খাদ্য, অ্যাজোলা চাষের প্রসার, হাঁস-মুরগী, ছাগল/ভেড়া, শূকর পালন সহ বিভিন্ন কাজে উপকরণ বাবদ একটা বড় অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত খরচ করছে জেনে আমার ভালো লাগছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে নার্সারী, ফলেরবাগান, বৃক্ষপাট্টা প্রভৃতি এমজিএনআরইজিএস-এর কাজে পঞ্চায়েতগুলি কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে ইহাও জেনেছি।

পঞ্চায়েত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া মেনে পরিকল্পনা করে এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আরও নিবিড়ভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে অগ্রনী ভূমিকা নেবে এই আশা রাখি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কাজগুলির সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Mitali Roy
Member
West Bengal Legislative Assembly
15/SC/Dhupguri
13/09/18

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,পুষ্টি ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগ

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত যৌথ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অবস্থা

বিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত শালবাড়ী ২নং একটি ছোট্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। শালবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি সংসদ ভেঙে ১৪টি সংসদ নিয়ে তৈরি হয় শালবাড়ী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বাকি ১০টি সংসদ নিয়ে তৈরি হয় শালবাড়ী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত। জলপাইগুড়ি সদর থেকে ৬০ কিমি. দূরে এবং ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে ২০ কিমি. দূরে নাথুয়া বাজারের উপরেই রাস্তার ধারে অবস্থিত শালবাড়ী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বদিকে প্রায় ৪ কিমি. জুড়ে বয়ে চলেছে রাঙ্গাতি নদী। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এর আয়তন-৬ বর্গকিমি., জনসংখ্যা- ১৫৩৭৬ জন, তপশীলি জাতি- ৮৪৪১জন, তপশীলি উপজাতি- ২০১৩ জন, সংখ্যালঘু- ১৯২০ জন, অন্যান্য– ২৯৭২ জন। মোট বসত বাড়ি-৩৪০২টি, আইটিআই মহাবিদ্যালয়- ১টি, উচ্চ বিদ্যালয়- ৩টি, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র- ১টি, জুনিয়ার মাদ্রাসা- ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৯টি, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র- ৬টি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র- ৩০টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৩টি, খেলার মাঠ- ৪টি, পুলিশ ফাঁড়ি- ১টি, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের শাখা- ১টি, ডাকঘর- ২টি ও দুর্গতদের ত্রাণশিবির- ১টি।

কেন ও কীভাবে এই যৌথ উদ্যোগ

এলাকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকা সত্বেও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেকে, বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় অনেকে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। অনেক পরিবার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় কাজ না মেলায় জীবন-জীবিকার জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হন। শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চিহ্নিত করার প্রধান কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার বিশেষ করে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা কাছাকাছি এলাকাগুলির তুলনায় বেশি। এছাড়া পার্শ্ববর্তী শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্ ও শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বিগত ১০/১১/১৬ তারিখে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে অপুষ্টি দূরীকরণ ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই যৌথ প্রয়াস শুরু হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১] প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বাড়ানো।

২] সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩] এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা শস্যের চাষ বাড়াতে চাষীদের সঙ্গে গরীব পরিবারগুলিকে যুক্ত করা।

৪] বিভিন্ন মরশুমি পতিত, পতিত জায়গার (অব্যবহৃত জমি, জমির আল, রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, দীঘির পাড়, খালের ধার, নদীর ধার) ব্যবহার বাড়ানো এবং কাছাকাছি থাকা গরীব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন রকম কাজে, বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

৫] বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে দেশি বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো, যাতে গরীব পরিবার/চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখতে ও পরবর্তী মরশুমে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৬] কৃষিভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) সৃষ্টি করা।

৭] চাষের খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮] পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ

পঞ্চায়েতগতভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ সম্বলিত প্রাপ্ত সরকারি পরিসংখ্যাণ ও তথ্যগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মানোন্নয়নের নিরিখে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণসভায় যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে গরীব পরিবারের সঙ্গে কাজ শুরু হয়। প্রথমে এলাকার বিভিন্ন তথ্য, বিশেষ করে কৃষি ব্যবস্থা, ফসলচক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা ও অন্যান্য সকলের সহায়তায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবারের তালিকা তৈরি এবং পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা অনুমোদিত চুড়ান্ত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রদান করা হয়। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত

আবেদনপত্রগুলি একত্রিত করে সুপারিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যারা পঞ্চায়েতে জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত সব সংসদের পরিকল্পনা একত্রিত করে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সরবরাহ করে। এরপর সংসদ এলাকার শিক্ষানবিশদের দিয়ে মাষ্টার রোলের মাধ্যমে তা চিহ্নিত পরিকল্পনাকারী পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর কর্মীবৃন্দ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে এবং গরীব পরিবারগুলিকে কারিগরি ও হাতে-কলমে সহায়তা দেয়। শুরু থেকেই যৌথ উদ্যোগের এই কাজে নিয়মিত ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও সাহেব/সাহেবা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণকে কাজের অগ্রগতি বিষয়ে জানানো হয় এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের মাননীয় বিএলডিও, মাননীয় এডিএ, মাননীয় সিডিপিও এবং তাদের দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে এই কাজে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন।

গত ১৬ মাস ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ১১টি সংসদে ৩৫০টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

বিগত প্রায় দেড় বছর আগে ১১টি সংসদে ২৯৫টি চিহ্নিত পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানোর কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমান বছরের প্রাক খারিফ মরশুমে ৩৫০টি পরিবারকে দিয়ে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছে। পুষ্টি বাগানে অন্তত ৭-৮ রকম শাক-সবজি চাষের পরামর্শ ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলি মরশুম ভিত্তিক ২-৩ রকম সবজির পরিবর্তে বর্তমানে তারা বছরের অনেকটা সময় ধরে ৪-৫ রকমের রাসায়নিক বিষমুক্ত সবজি খেতে পারছেন।

ডাল জাতীয় শস্যের চাষ

১৫টি পরিবারকে দিয়ে ৩টি কার্যকরী দল গড়ে ১ বিঘা মরশুমি পতিত ও ২০০ মিটার অব্যবহৃত পতিত জমি, পুকুর পাড়, ক্যানেলের ধার, বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে অড়হর ডাল চাষ এবং ১১টি কার্যকরী দলে ৩৩টি চিহ্নিত পরিবারকে যুক্ত করে ৯ বিঘা পতিত জমি ও রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, খালের ধার মিলিয়ে ১.৮ কিমি. জায়গায় বিউলি ডাল চাষ করানো হয়। এছাড়া ২২টি কার্যকরী দলের ৬৬টি পরিবারকে দিয়ে পতিত ও মরশুমি পতিত মিলিয়ে মোট ৩৫ বিঘা জমিতে মুসুর এবং খেসারী ডাল চাষ করানো হয়। অতিবৃষ্টির কারণে বিউলি ডালের উৎপাদন কম হলেও গত ১ বছরে ১১৪টি পরিবার গড়ে ৩০ দিনের ডালের যোগান পেয়েছে।

দানা জাতীয় শস্যের চাষ

ব্যক্তিগতভাবে ৪টি পরিবারকে দিয়ে ৬ বিঘা জমিতে ব্লক কৃষি দপ্তরের সহায়তায় ভূট্টার চাষ করানো হয়। যার এখনও পর্যন্ত কতটা উৎপাদন হয়েছে জানা যায়নি। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবি মরশুমে এলাকায় আলু চাষের প্রবণতা থাকায় দানা জাতীয় শস্যের চাষ খুবই কম হয়]।

তৈলবীজের চাষ

ব্যক্তিগতভাবে ৪টি পরিবারকে দিয়ে ৫ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ করানো হয়। যার উৎপাদন ছিল প্রায় ৩ কুইন্টাল। উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের জন্য গড়ে ছয় মাসের যোগান ও বাড়তি ফসল বিক্রি করে পরিবারগুলি গড়ে ৩ হাজার টাকা করে আয় করতে পেরেছে।

ফলের নার্সারী

১১টি সংসদের ১১ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে ৫,০০০টি বিভিন্ন ফলের চারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেখানে পেঁপে, আমলকী, বেদানা, পেয়ারা, লেবু মিলিয়ে ৪,০০০টি চারা হয়েছে। ১,৯৮১টি চারা গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ কাজের চিহ্নিত পরিবারে সরবরাহ করেছে। যার অর্থমূল্য প্রায় ১৪ হাজার টাকা। শিক্ষানবিশদের বাড়ির নার্সারীতে এখনও বেদানা ও পেয়ারা মিলিয়ে প্রায় ১,০০০টি চারা রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষানবিশরা নার্সারী তৈরি করতে শিখেছেন এবং কিছু চারা বিক্রি করে গড়ে ১ হাজার টাকা করে আয় করেছেন।

চিহ্নিত পরিবারে পাঁচ ফলের চারা সরবরাহ

চিহ্নিত পরিবারে ফলের যোগান বাড়াতে ৩০০টি পরিবারে পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী মিলিয়ে মোট ১,৯৮১টি চারা সরবরাহ করা হয়। এখন প্রতিটি পরিবারে ৩-৪টি করে চারা বেঁচে রয়েছে এবং তারা পেঁপে খাওয়া শুরু করেছেন।

সবজির নার্সারীতে চারা তৈরি ও সরবরাহ

৩টি পরিবারকে দিয়ে লঙ্কা, বেগুন, টমেটো মিলিয়ে মোট ১২ হাজার চারা তৈরি করানো হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত চারা ক্রয় করে চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানের জন্য প্রায় ৮,০০০টি চারা সরবরাহ করে এবং পরিবারগুলি নিজেরাই তা রোপন ও দেখভাল করে। এই উদ্যোগের ফলে ৩টি পরিবার সবজির নার্সারী করতে শিখে গড়ে ১ হাজার টাকা করে আয় করেছে।

নতুন ফসল চাষ (ওল, ক্যাপসিকাম, ব্রকলি ও রাজমা)

এবছর ২টি কার্যকরী দলে ৬টি পরিবার ও ব্যক্তিগতভাবে ১০টি পরিবারকে ১০ কাঠা জমিতে ওল উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত মরশুমে ৫টি পরিবার সফল উৎপাদনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১০০ কেজি ওল বীজ ফেরত দেয় এবং বাকি বীজ থেকে পুনরায় চাষ করে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে ২টি পরিবারকে দিয়ে ক্যাপসিকাম, ২টি পরিবারকে দিয়ে ব্রকলি এবং ৪টি পরিবারকে দিয়ে রাজমার চাষ করানো হয়েছে। উৎপাদন আশানুরূপ না হলেও নতুন ফসল হিসেবে তা খুব খারাপও হয়নি।

বাঁশের কঞ্চিকলম

গতবছর পরীক্ষামূলকভাবে ৮ জন শিক্ষানবিশ কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ৮০টি বাঁশের নার্সারী করে। যার বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে যায়। এবছর আরও বেশি করে বাঁশের নার্সারী করানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ফল গাছের কাটিং-গ্রাফটিং

১১ জন শিক্ষানবিশ লেবু, লিচু, কমলালেবু, পেয়ারা মিলিয়ে মোট ৩৫০টি কলম কাটিং করে, যার মধ্যে ২৯০টি জীবিত চারা পাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট ফল বাগান করার জন্য ১০০টি চারা ক্রয় করে নেয় । কিছু চারা শিক্ষানবিশরা নিজেদের বাড়িতে রোপণ করে। বাকি ১০০টি চারা নার্সারীতে এখনও ভাল অবস্থায় রয়েছে।

পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ও ব্যবহার

১১ জন শিক্ষানবিশের বাড়িতে অ্যাজোলা চাষ ও তার ব্যবহার দেখে ২৫টি পরিবার তাদের বাড়িতেও নিজেদের উদ্যোগে শুধুমাত্র কারিগরি সহায়তা পেয়ে অ্যাজোলা চাষ করেছে এবং তা ব্যবহার করছে। দিনেদিনে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই পশুখাদ্য চাষের প্রতি অন্যান্য পরিবারে উৎসাহও বাড়ছে।

কেঁচোসার তৈরি ও ব্যবহার

১১ জন শিক্ষানবিশ ও ১০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে ছোট ছোট বেডে কেঁচোসার তৈরি করেছে এবং এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১১টি পরিবারকে পাকা বেডে কেঁচোসার তৈরি ও তা ব্যবহার শুরু করার জন্য কেঁচো ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

চিহ্নিত পরিবারে পশুপাখি পালনের উদ্যোগ

শূকর উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য ১টি পরিবারকে ৩টি শূকর প্রদান করা হয়, ১৮টি পরিবারকে দিয়ে ৬টি কার্যকরী দল গড়ে ৬টি ছাগলের সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া আরও ৫টি কার্যকরী দল গড়ে ১৫টি পরিবারকে ছাগল পালনে সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট ফলের বাগান

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১৬টি পরিবারকে দিয়ে ১টি পেঁপের, ৩টি লেবুর, ১টি মিশ্র ফলের, ৮টি বেদানার, ২টি আমলকীর ও ১টি পেয়ারার মিলিয়ে মোট ১৬টি ছোট ছোট ফলের বাগান করানোর জন্য চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ বাগান এখনও ভাল অবস্থাতেই রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিশেষ পরিকল্পনা

১] এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১০০টি পরিবারের নার্সারীতে গড়ে ২০০টি চারা তৈরি এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাস্তার ধার ও অব্যবহৃত সরকারি জায়গায় রোপণ ও পরিবারগুলিকে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা প্রদান।

২] পরিবার ভিত্তিক ৫০টি পরিবারে ছোট ছোট ফলের বাগান করার জন্য চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া।

৩] শিক্ষানবিশ সহ ৫০টি পরিবারকে দিয়ে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের নার্সারী করার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

বিশেষ উদ্যোগ

শিক্ষানবিশ ও উৎসাহী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গোলমরিচ, সুপারি, নারকেল সহ বিভিন্ন ধরনের ফল ও মশলার চারা তৈরির পদ্ধতি এবং চারা, ফুল, ফল, গাছ ও বীজ পরিদর্শন করানো হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগগুলি বাস্তবায়নে প্রচার প্রসারের প্রক্রিয়া ও মাধ্যম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা, নিয়মিত পাড়া মিটিং, হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ এবং এলসিডি প্রদর্শন ও এক্সপোজার ভিজিট বা শিক্ষামূলক প্রদর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অসুবিধা

(ক) চাষ বা ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য চিহ্নিত পরিবারগুলির কাছে জমি না থাকা বা খুব কম জমি থাকা।

(খ) বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বিভিন্ন পশুপাখির, বিশেষ করে হাতির দ্বারা মাঝেমধ্যেই ফসলের ক্ষতিসাধন।

(গ) কয়েকটি সংসদ এলাকায় বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় পুষ্টি বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে উদ্যোগগুলিতে পরিবারগুলির

যথাযথ পরিচর্যা বা যত্ন না নেওয়া।

যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

১] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে যৌথ কাজের প্রতি উৎসাহ কিছুটা বেড়েছে।

২] প্রতি মাসে অন্তত ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

৩] যৌথ উদ্যোগগুলি রূপায়ণে বীজ ও উপকরণ কেনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পারচেজ কমিটি গঠন করেছে।

৪] গৃহীত উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০% অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত দিচ্ছে, যা এপর্যন্ত প্রায় ১,০০,০০০ টাকা।

৫] যৌথ উদ্যোগের ফলে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ আরও বেড়েছে।

৬] শিক্ষানবিশদের স্টাইপেন্ড ও প্রশিক্ষকের সাম্মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত যথাসময়ে প্রদান করছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইআইইন্টারেস্ট (ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্)-এর প্রতিনিধিরা একবার এসে এলাকার যৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ ঘুরে দেখেন এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশিত সুফলের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়া দিল্লি থেকে প্রকাশিত "Civil Society" নামক মাসিক পত্রিকার বরিষ্ঠ সাংবাদিক মাননীয় শ্রী সুবীর রায় যৌথ কাজ দেখতে এসে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপ-প্রধান, কর্মচারীবৃন্দ ও শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন। এরপর তিনি এলাকায়

বিভিন্ন কাজকর্ম পরিদর্শন করে দেখেন ও পরিবারগুলির সঙ্গে আলোচনার পর ওই পত্রিকায় এসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও লেখেন।

এলাকায় যৌথ কাজের প্রভাব

ক] গরীব পরিবারগুলিতে কিছুটা হলেও পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে ঘরোয়া সবজি বাগান করে শাক-সবজি ও মাঠ ফসল হিসাবে ডাল চাষ করে তা খাওয়ার প্রবণতা অনেকটা বেড়েছে।

খ] পরিবারগুলিতে পুষ্টিকর শাকসবজির যোগান বাড়ায় পুষ্টির মান কিছুটা বেড়েছে।

গ] আগের চেয়ে অব্যহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ] পশুখাদ্য খাদ্য অ্যাজোলা নিয়ে সচেতনতা বাড়ার ফলে এর চাষ ও ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঙ] গাছের প্রয়োজনীয়তা ও নার্সারীতে চারা তৈরি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় বেড়েছে গাছ লাগানোর প্রবণতা। যার ফলে রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা একাজে অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

চ] গরীব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে সংসদ স্তরে শিক্ষানবিশদের প্রয়োজন অনুভব করা সম্ভব হয়েছে।

ছ] গরীব পরিবার ও কৃষকদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করে রাখা এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে।

জ] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কিছুটা বেড়েছে, ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আগের তুলনায় কিছুটা হলেও শক্তিশালী হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক] যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশকিছু কাজ চলতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করেছে।

খ] একাধিক গরীব পরিবারের ৩-৪ জন সদস্য/সদস্যা মিলে কার্যকরী দল তৈরি করে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ পদ্ধতিতে বা লিজ নিয়ে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। এছাড়া জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভূমিহীন পরিবারগুলির কাছে কিছুটা বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য তারা কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান পাচ্ছে।

গ] গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশগণ প্রতিনিয়ত সেতুস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন ও করে চলেছেন । একই সঙ্গে শিক্ষানবিশদের শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সন্মানও ক্রমশ বাড়ছে ।

শালবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর যৌথ উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সময়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে এবং বিশেষ করে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও, মাননীয় এডিএ, মাননীয় সিডিপিও, মাননীয় বিএলডিও ও তাদের কার্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের সকল কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণের নাম

১] লক্ষ্মী উরাও (প্রধান), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২] রাম দত্ত (উপ-প্রধান), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩] শরৎ সাহা (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি), IX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪] ভিমল রায় (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি), X নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫] ললিতা উরাও (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬] জয়ন্ত রায় (সঞ্চালক,শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭] মানিক রায় (সদস্য), VI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮] গোপাল সরকার (সদস্য), III নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯] মিনা দত্ত (সদস্যা), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০] মায়া রায় (সদস্যা), V নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১] চামেলী মণ্ডল (সদস্যা), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীগণের নাম

১] রাজেশ রায় (ই এ)

২] আইয়ুব হোসেন (সচিব)

৩] সুরেন মিত্র (এন এস)

৪] ঝন্টু রায় (সহায়ক)

৫] ফজরুল করিম সর্দার (সহায়ক)

৬] সুখনাথ রাভা (জিপি কর্মী)

৭] বিভা বসু রায় (জি আর এস)

৮] প্রাণকৃষ্ণ সাহা (জি আর এস)

৯] সুমন সাহা (ভি এল ই)

১০] সমেন্দ্র সরকার (এস টি পি)

১১] দুলাল রায় (গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ কাজের প্রশিক্ষক)

শিক্ষানবিশদের নাম –

১) সুমিত্রা মুন্ডা, I নং সংসদ থেকে মনোনীত।

২) রমা রায়, VIII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৩) অনিতা রায়, IX নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৪) জয়া রায়, VII নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৫) অন্নবালা রায়, VI নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৬) সুনীতা সিংহ, II নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৭) তুলসী সরকার, IV নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৮) পিঙ্কি দে, V নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৯) তমা দাস, II নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১০) ঝর্ণা সরকার, III নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১১) তিলমায়া রায় ছেত্রী, X নং সংসদ থেকে মনোনীত।

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (S), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369